যুগান্তর

তারিখ ..07 MAY 2015...
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম.......

ঢাবি প্রক্টরের অপসারণ দাবিতে বিক্ষোভ ভাংচুর

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

পহেলা বৈশাখে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে নারীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের অপসারণসহ ৬ দফা দাবি নিয়ে টানা আন্দোলন করে আসছে প্রগতিশীল ছাত্রজোটসহ বিভিন্ন সংগঠন। এরই ধারাবাহিকতায় বুধবার প্রক্টরের অপসারণ দাবিতে ভিসি কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচিতে গেট (ভিসি অফিসের) ভাঙচুর করে প্রগতিশীল ছাত্রজোট ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্যের কর্মী-সমর্থকরা। অতি দ্রুত প্রক্টরকে অপসারণ না করলে তাকে টেনে-হিঁচড়ে চেয়ার থেকে নামানোরও ঘোষণা দেন তারা। এছাড়া ঘটনায় নির্বিকার পুলিশ সদস্যদের বিচার ও জড়িতদের গ্রেফতার দাবিতে ১০ মে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কার্যালয় ঘেরাওয়েরও ঘোষণা দেন তারা। এর আগে বুধবার দুপুর ১২টার দিকে অপরাজেয় বাংলা থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন আন্দোলনকারীরা। মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে ভিসি অফিসের সামনে যায়। এ সময় কার্যালয়ের প্রবেশপথের গেটগুলো বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। প্রশাসন গেট না খোলায় তারা গেটের দুটি লোহার পাত ভেঙে ফেলে। এরপরেও ভেতরে ঢুকতে না পেরে কার্যালয়ের সামনেই সমাবেশ করেন তারা। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হাসান তারেক, ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি সাইফুজ্জামান সাবন, ছাত্রফ্রন্টের অন্য অংশের সভাপতি জনার্দন দত্ত নান্টু, ছাত্র ফেডারেশনের সহ-সভাপতি আল জাহিদ, ছাত্র ঐক্যের যুগ্ম আহ্বায়ক সরকার আল ইমরান, ছাত্র ইউনিয়ন ঢাবি শাখা সভাপতি লিটন নন্দী প্রমুখ। হাসান তারেক বলেন, প্রশাসন কানে সিসা ঢেলে বসে আছে। ছাত্রদের আন্দোলনের খবর তাদের কানে যায় না। আমরা এ বেহায়া প্রশাসনের পদত্যাগ চাই। লিটন নন্দী বলেন, এ ঘটনায় প্রক্টরের প্রত্যক্ষ মদদ ছিল। নতুবা তিনি কোনো তদন্ত ছাড়াই কিভাবে রায় দিয়ে দেন। আমরা প্রক্টরকে বলতে চাই, আপনি তাড়াতাড়ি সরে যান। নতুবা সাধারণ শিক্ষার্থীরা আপনাকে আপনার চেয়ার থেকে টেনে-হিঁচড়ে নামিয়ে দেবে। এদিকে সার্বিক আন্দোলন কর্মসূচি নিয়ে আজ দুপুর ১২টায় মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলন করবে প্রগতিশীল ছাত্রজোট। সম্মেলন থেকে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন জোটের শীর্ষ নেতারা।